www.kalerkantho.com
কালের কণ্ঠ ৩
তারিখ 23 SEP 2013
পৃঃ ৩ কলাম ২

ঘুষের বিনিময়ে ৭০০ শিক্ষকের এমপিও

- ২৮৭ ভুয়া শিক্ষক চিহ্নিত
- মাউশির ১৮ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক ►

ঘুষ নিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ৭০০ শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করেছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কিছু অসাধু কর্মকর্তা।

বিভাগীয় তদন্তে ২৮৭ জন ভুয়া শিক্ষক চিহ্নিত করা হয়েছে। চলতি বছরের জুন পর্যন্ত প্রায় ৭০০ শিক্ষকের এমপিও ভুয়া বলে অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগ পেয়ে দুর্নীতি অনুসন্ধানে মাঠে নেমেছে দুদক। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে চিহ্নিত ২৮৭ শিক্ষকের এমপিওভুক্তির বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং এমপিওভুক্তির নথিপত্র চেয়ে মাউশির মহাপরিচালককে ২২ আগস্ট চিঠি দেন দুদকের সহকারী পরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত-১) আবদুছ ছাত্তার সরকার। মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের কাছ থেকে গত ৫ সেপ্টেম্বর নথিপত্র পাওয়ার পর মাউশির সংশ্লিষ্ট ১৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠায় দুদক।

দুদক যাঁদের নামে নোটিশ পাঠিয়েছে তাঁরা হলেন–মাউশির উপপরিচালক ড. সাধন সরকার, সহকারী পরিচালক আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী, উচ্চমান সহকারী মো. নাসির উদ্দিন, আমির হোসেন, অফিস সহকারী মো. মিজানুর রহমান, মো. শাহেদ আক্তার, মোস্তফা মাহমুদ, কাজী কামরুজ্জামান, আবদুল মোমায়েদ আকন্দ, বেলাল হোসেন, অডিট শাখার অফিস সহকারী মো. নুরে আলম, মো. বশির হাওলাদার, হিসাব শাখার মতিউর রহমান, ষাটমুদ্রাক্ষরিক আসমা পারভিন, ইএমআইএস সেলের সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মো. মোখলেছুর রহমান, মো. জিয়াউর রহমান, রোমানা রহমান ও নজিবুদ্দৌলা। এর মধ্যে ১০ জনকে গত সপ্তাহে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বাকিদের চলতি সপ্তাহে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে দুদক সূত্র জানিয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, ভুয়া এমপিওর জন্য ৫০ হাজার থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের অস্তিত্ব নেই এমন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ব্যবহার করেও জালিয়াতির মাধ্যমে এমপিওভুক্তি দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া ২৭১ জন শিক্ষকের এমপিও সরাসরি ইএমআইএস সেল থেকে পাঠানো হয়েছে। এই শিটগুলোয় কিছু স্বাক্ষর জাল রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক (এডি) এমপিওপ্রতি পাঁচ হাজার এবং উপপরিচালক (ডিডি) ১০ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে নথিপত্র ছাড়াই তথ্য ফরমে (শিটে) স্বাক্ষর করে এমপিওভুক্তির জন্য সেলে পাঠিয়েছেন। এ ঘটনায় সেলের একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত।

দুদক সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে অভিযুক্ত এমপিওভুক্ত ২৮৭ জন শিক্ষকের সরকারি সুবিধা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি ভুয়া এমপিওভুক্তির বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ জানিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। বিভাগী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভুয়া এমপিওর বেশির ভাগ কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রস্তাবিত নয়। আবার প্রস্তাবিত এমপিওভুক্তদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষক প্রাপ্যতা নেই অথবা প্রাপ্যতা থাকলেও মহিলা কোটা পূরণ হয়নি। বেশির ভাগ ভুয়া এমপিও সহকারী গ্রন্থাগারিককে সহকারী শিক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এমন অনেক প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনা হয়েছে যেসব প্রতিষ্ঠানের কোনো অস্তিত্ব নেই। নেই কোনো ভবন, শিক্ষক-শিক্ষিকা-ছাত্রছাত্রী এমনকি সাইনবোর্ডও।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিভাগীয় তদন্তে মাউশি কর্মকর্তাদের ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতি ধরা পড়েছে। দুদক সূত্রে জানা গেছে, এমপিওভুক্তির দুর্নীতি বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত করছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন) অধ্যাপক দিদারুল আলম এবং বেসরকারি কলেজ শাখার উপপরিচালক মো. মেজবাহ উদ্দিন। তাঁরা এরই মধ্যে আংশিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ১৬টি ভুয়া এমপিও শনাক্ত করা হয়েছে ও এতে চারজন শাখা সহকারীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হলেন–মাউশির ডিপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট আলমগীর হোসেন মোল্লা, মাসুদ রানা, নাসিরউদ্দিন এবং মো. হান্নান। তবে তদন্ত প্রতিবেদনে মূল হোতাদের কাউকে অভিযুক্ত করা হয়নি।

এ বিষয়ে দুদকের কর্মকর্তারা জানান,

বিভাগীয় তদন্তে কোনো কোনো কর্মকর্তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হলেও দুদকের অনুসন্ধানে কেউ ছাড় পাবে না। এমনকি বিভাগীয় তদন্তের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও অনিয়ম অনুসন্ধান করবে দুদক।